দৈনিক বাংলা

৪5

তারিখ ... 12/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

আবদুল বাতেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

জনাব আবদুল বাতেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বুধবার বিকেলে বঙ্গভবনে নয়া প্রতিমন্ত্রীর শপথগ্রহণ পরিচালনা করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তারও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। খবর এনার।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শিক্ষাব্রতী জনাব আবদুল বাতেন ১৯২৬ সালে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার আরমানীটোলা গবর্নমেন্ট হাইস্কুল, ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি ও ইন্ডিয়ানায় এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডনে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

জনাব আবদুল বাতেন তাঁর শিক্ষকতা জীবনের প্রারম্ভে কয়েক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও সাবেক পাকিস্তানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং কয়েকটি কলেজে তিনি অধ্যক্ষের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেন। এক সময়ে তিনি পাকিস্তান ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জনাব বাতেন বাংলাদেশ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের প্রথম সচিব হিসাবে এ প্রতিষ্ঠানকে সংগঠিত করেন।

মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের পদত্যাগ

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বুধবার শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন বলে বাসস জানায়।

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন : গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জনগণের রায় এবং জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই কাজী জাফর আহমদ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী গতকাল প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশের অব্যবহিত পরেই ইউনাইটেড পিপলস পার্টির অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করেন। চার পৃষ্ঠাব্যাপী পদত্যাগপত্রের একটি কপি তিনি সাংবাদিকদের পাঠ করে শোনান।

কাজী জাফর আহমদ তাঁর পদত্যাগপত্রে বলেন, শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যেই জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং অন্যান্য জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েই ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টসহ ফ্রন্টের অঙ্গদলগুলো এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ।

জাতীয়তাবাদী দল সম্পর্কে কাজী জাফর আহমদ বলেন, তিনি এবং তাঁর পার্টি মনে করেন, জাতীয়তাবাদী দলে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন নেই। ফ্রন্টের বিলুপ্তি ঘোষণার আগে ফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ডাকা উচিত ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(১-এর পৃঃ পর)

কাজী জাফর বলেন, যেখানে জনগণের জন্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই, সেখানে জনস্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে হঠাৎ করে যেমন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না, তেমনি একটা গঠিত দলও ভাঙা যায় না।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, প্রেসিডেন্টের নিজস্ব দল গঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। তা সত্ত্বেও জনগণ আশা করেছিলেন যে তিনি কোন দলের হবেন না; তিনি হবেন জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। সম্প্রতি বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে জাতীয় ঐক্য দুর্বলতর হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কাজী জাফর আহমদ পদত্যাগপত্রে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক দলবিধি আইন বাতিলের কর্মসূচী এখনও বাস্তবায়িত হয়নি বলে উল্লেখ করেন। একই সাথে তিনি দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, সারের দাম ও রেলভাড়া বৃদ্ধি এবং শান্তি বাহিনীর আনার প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষকদের পে-স্কেল প্রবর্তন ও বৈষম্যহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালুর সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই নিষিদ্ধকরণের কথা উল্লেখ করে কাজী জাফর বলেন, স্বল্প সময়ে তিনি দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছেন, দেশবাসী তার বিচার করবেন। শিক্ষানীতি প্রণয়নের যে উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছেন, তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আগামী ১৬ই নবেম্বরের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণীত এবং ঘোষিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্ন : পদত্যাগপত্র দেবার সময় প্রেসিডেন্টের সাথে আপনার কি কথাবার্তা হয়েছে?

উত্তর : তেমন কিছুই না। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। তিনি আমাকে সরকারী বাড়িতে আরো কিছুদিন থাকার জন্যে বলেছিলেন। এটা তাঁর সৌজন্য। আমি বিনয়ের সাথে বলেছি, আমি আমার পুরোনো ঠিকানায় আজই ফিরে যেতে চাই।

প্রশ্ন : মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কবে নিলেন?

উত্তর : জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্তি ঘোষণার পর থেকে এ ব্যাপারে আমি ভেবেছি।

প্রশ্ন : ইউপিপি ও জাতীয়তাবাদী দলের সম্পর্ক কেমন হবে?

উত্তর : দলের আগামী কাউন্সিল অধিবেশনেই তা স্থির হবে।

প্রশ্ন : আপনার এই স্বল্পকালীন মন্ত্রীত্ব কালকে আপনি কতটা সফল বা ব্যর্থ বিবেচনা করেন?

উত্তর : দুটোই। শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজটা শুরু করে অনেক দূর এগিয়ে এনেছি, এটা একটা সাফল্য। এই শিক্ষানীতি রচিত ও বাস্তবায়িত হলে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আর সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তনের পুরো কাজটা আমি করে যেতে পারলাম না, এটাকে অসম্পূর্ণতা বলবো।

উল্লেখ্য, কাজী জাফর আহমদ গত ২৯শে জুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ৩রা জুলাই থেকে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।